চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৫.৫.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিক নগর ভবনের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

নগরবাসীর উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) আওতাধীন আন্দরকিল্লা এলাকায় নির্মাণাধীন নগর ভবনের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রবিবার দুপুরে তিনি সরেজমিনে পরিদর্শন করে চলমান কাজের মান, অগ্রগতি এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, “নগর ভবন নির্মাণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। এই ভবন শুধু একটি দপ্তর নয়, এটি হবে নগরবাসীর প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু। সময়মতো এবং গুণগত মান নিশ্চিত করে কাজ শেষ করতে হবে। এ কাজে কোনো প্রকার গাফিলতি সহ্য করা হবে না।”তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে টাইগারপাসে অস্থায়ী কার্যালয়ে চসিকের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জায়গার স্বল্পতা, সংরক্ষিত নথিপত্রের নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ও স্থায়ী নগর ভবনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের।”নতুন নগর ভবনটি চালু হলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সব বিভাগ ও শাখাকে এক ছাদের নিচে এনে নাগরিক সেবার মান ও গতি বহুগুণে বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন মেয়র। পরিদর্শনকালে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী মো. আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জসিম উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম এবং উপসহকারী প্রকৌশলী তানজিম ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। তারা মেয়রকে নির্মাণ অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রবিবার (২৫ মে) স্থানীয় কাজীর দেউরীস্থ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত “আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা চট্টগ্রাম-২০২৫” এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক নগরী। এ শহরের সড়ক, রেল এবং অবকাঠামোতে যুগোপযোগী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা চাই, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা চট্টগ্রামে বিনিয়োগে আগ্রহী হোক। তাই ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গঠনে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।”তিনি আরও বলেন, “বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে এমন আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, সভাপতিত্ব করেন মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইসহাক মিয়া, স্বাগত বক্তব্য দেন পাকিস্তান থেকে আগত ব্যবসায়ী আফসা মনসুর। প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করেন মোঃ ইসহাক মিয়া এবং বিশেষ অতিথিকে বরণ করেন মোঃ তানভীর আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন মোঃ ইসহাক মিয়া এবং বিশেষ অতিথিকে স্মারক তুলে দেন মোঃ শহীদুল ইসলাম। উল্লেখ্য, মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে ২৫ মে থেকে ৩ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী চলবে “International Trade Fair Chittagong-2025”। এতে বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ইরানসহ বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করছেন। মেলায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে আয়োজকরা জানান, এই মেলার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন বাজার গঠনের সুযোগ তৈরি হবে। উদ্যোক্তাদের বিকাশে মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

পরিচ্ছন্ন চট্টগ্রাম গড়তে চসিক পরিচ্ছন্ন বিভাগকে আরও সক্রিয় হতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পরিচ্ছন্ন বিভাগকে আরও কার্যকর ও সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগকে নিয়ে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে আমাদের মানুষের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটমেন্ট। এটি আমাদের প্রাইম দায়িত্ব। শহরকে ময়লা, দুর্গন্ধ ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখতে হলে পরিচ্ছন্ন বিভাগকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।”তিনি বলেন, “ অভিযোগ রয়েছে অনেক পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মী দায়িত্বে ফাঁকি দিচ্ছেন। সাইন করে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু কাজ করছেন না। এই ধরনের কাজে যারাই জড়িত থাকবে, সেই ওয়ার্ডের সুপারভাইজারদের আমি দায়ী করব। সবাইকে কাজে লাগিয়ে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।”মেয়র আরও বলেন, “নগরের নালা ও খালগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও ম্যানহোলের ঢাকনা নেই, কোথাও স্ল্যাব মিসিং—এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে চসিক, সিডিএ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা, নেভি ও সেনাবাহিনীসহ সব সংস্থা একযোগে কাজ করছে।”পাহাড় কাটা ও ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস প্রসঙ্গে মেয়র জানান, “আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। বর্ষার আগে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত পরিবারগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।”নগর ব্যবস্থাপনার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে মেয়র উল্লেখ করেন ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি এবং নালায় পলিথিন ফেলা। তিনি বলেন, “শহরকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। এটা আমাদের শহর, আমাদের দায়িত্ব। এই যাত্রায় সকল নাগরিককে পাশে চাই। বর্ষাকাল আসন্ন হওয়ায় এখন খাল সংস্কার নয়, খাল ও ড্রেন পরিষ্কারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।” সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮